গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.২২২.০৬.০০২.১৪-১৬০ তারিখঃ ২৭ শ্রাবণ ১৪২৩ ব./ ১১ জুলাই ২০১৬ খ্রি.

বিষয়ঃ ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে করণীয় সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৮ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে করণীয় সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, কার্য-বিবরণীটির সফট কপি ইতোমধ্যে ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(মো.আফজাল হোসেন)
যুগ্মসচিব
(সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪৬০০৪
dscoordination.dmrd@gmail.com

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। অতিরিক্ত সচিব.....(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব.....(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় , ঢাকা।
৫। এনপিডি, সিডিএমপি, ৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৬। পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, ৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা।
৭। উপসচিব,.....(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। পরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। উপসচিব (রিপোর্ট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। উপপ্রধান (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। সিনিয়র সহকারী সচিব, রিপোর্ট শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব..... (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। সিনিয়র সহকারী প্রধান.....(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা।
১৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।(পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (আইন কর্মকর্তা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে করণীয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ শাহ্ কামাল সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সময়	:	দুপুর ১২:০০ ঘটিকা
তারিখ	:	২৮ জুন ২০১৬

সভাপতি মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি শুরুতেই সুষ্ঠুভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারায় মাননীয় মন্ত্রীসহ সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

তিনি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গুলশান ট্রাজেডি ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি ঘটনার প্রেক্ষাপটে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে আলোচনার আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, যুগ্মসচিব ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। গুলশান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গী হামলায় নিহত দেশী-বিদেশী সাধারণ নিরীহ মানুষের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। একই সাথে অসুস্থতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী জনাব মাহবুব হোসেনের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ ও দোয়া করা হয়। সর্বশেষে মাননীয় মন্ত্রী বর্তমান সরকারের পরিচালিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে এবং জঙ্গী দমনে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন । সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান। এখানে উল্লেখ্য, গুলশান ট্রাজিডিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশেষ করে জাইকার পরামর্শক নিহত হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে সচিব মহোদয় শোক বার্তা প্রেরণ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

১। সচিবালয়ের দর্শনার্থীদের পাশ ইস্যু করার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি ছাড়া পাস ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কোনো কর্মচারি তাঁর দর্শনার্থীর পাশ প্রয়োজনে পাশের অপর পৃষ্ঠায় তাঁর স্বাক্ষর এবং পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি উল্লেখ করতে হবে।

২। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজ নিজ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের মুক্তিযুদ্ধ ও অসম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সাম্প্রতিক কালের জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবেলার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে এবং তাঁদেরকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। একই সাথে অপরিচিত কোন ব্যক্তি যেন বাসা বাড়িতে আশ্রয় নিতে না পারে সে বিষয়েও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে না পারে সে বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

৩। জনসমাগমস্থলে চলাফেলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪। উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে নিরাপত্তার বিষয়ে একটি সভা করতে হবে।

৫। আগামী ৩০ জুলাই ২০১৬ তারিখে ইনোভেশন মেলা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ অথবা সুবিধাজনক স্থানে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে আজই হল বুকিং এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬। আগামী ২৪ জুলাই,২০১৬ তারিখে নির্ধারিত "জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা হোটেল অবকাশ মহাখালীতে অনুষ্ঠিত হবে।

৭। আর্থিক বছরের শুরুতেই জুলাই মাসে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সম্পন্ন করবে। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বেই কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৮। কক্সবাজার শরণার্থী শিবিরের রোহিঙ্গাবাসীরা যাতে জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত হতে না পারে সে বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর জন্য স্ব-রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। একই সাথে UNHCR কে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরনার্থীদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য CC TV ক্যামেরা বসানোর মাধ্যমে নজরদারি বাড়াতে হবে।

১০। এ মন্ত্রণালয়ের ভবনটি তোপখানা রোড/পুরানা পল্টন প্রধান সড়কের দক্ষিণ পাশে হওয়ায় সীমানা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে/অতিক্রম করে সচিবালয়ে ভিতরে কেউ প্রবেশ করছে কিনা এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা ও সবাইকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। এ ভবনের পাশ দিয়ে কেউ আসছে কি না তা লক্ষ্য রাখার জন্যও পরামর্শ দেয়া হয়।

যথাযথভাবে উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালির অসম্প্রদায়িক মনোভাব সমুন্নত রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে মাননীয় মন্ত্রী সমাপনী বক্তব্য রাখেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিতঃ
১১ জুলাই ২০১৬
(মোঃ শাহ্ কামাল)
সচিব